MAY 20 2002

~~MAY 25 2002~~

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...৪... ...৩...

বেসরকারী শিক্ষালয়ে বেতন বৈষম্য

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অনিয়মের অন্ত নেই। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের অবদান শতকরা ৮০ ভাগ। তাই এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণের প্রতি অবহেলার অবসান হওয়া দরকার। শিক্ষা একটি মানসিক বিষয়। আর শিক্ষক সমাজকে অনিয়মের অন্ধকারে রেখে কিভাবে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব তা মোটেই বোধগম্য নয়।

পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রই সরকারী ব্যয় সংকোচনের পক্ষে হলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে শিক্ষক স্বার্থ পরিপন্থী আইন করাই যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণ সারা জীবনে মাত্র একটি টাইম স্কেল পেয়ে থাকেন। কেউ টাইম স্কেল পেলে আর বিএড স্কেল পান না। কিন্তু এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। চাকরির মেয়াদ আট বছর পূর্ণ হলে যে কেউ স্বাভাবিক নিয়মে একটি টাইম স্কেল পান। কিন্তু শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী একটি দীর্ঘমেয়াদী উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ, যা সফল পাঠদানের জন্য অপরিহার্য। তাই টাইম স্কেলের সঙ্গে বিএড স্কেল গুলিয়ে ফেলা অযৌক্তিক। আর এ অনিয়ম বহাল থাকলে টাইম স্কেলপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ বিএড করতে উৎসাহিত হবেন না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অগণিত শিক্ষার্থী। এ অবস্থায় উল্লিখিত অনিয়মটি অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

জিএস রব্বানী,
সম্পাদক,
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি,
সবুজবাগ, ঢাকা ১২১৪।